বরাবর,
সম্পাদক
সাপ্তাহিক যায়যায় দিন
ঢাকা, বাংলাদেশ,

মহোদয়,
আপনার বরাবরে লিখাটি পাঠালাম। লেখাটি পড়ে মনোনীত হলে ছাপলে বাধিত হব।
ধন্যবাদান্তে-

মজিবুর রহমান শেখ মিন্টু
৩৮, ছোটবাজার, ময়মনসিংহ
মোবাইল-০১৭১১৬১৫৬৭

বিপন্ন ডিজাইন কনসেপ্ট ও একজন অরাত্রিকা রোজী

মজিবুর রহমান শেখ মিন্টু
ফ্রিল্যান্স গ্রাফিক ডিজাইনার এবং
পরিচালক, অনিন্দ্য গ্রাফিক্স, ময়মনসিংহ

বর্তমান সভ্য সমাজে প্রতিবাদের অন্যতম আধুনিক সংস্করণ হচ্ছে সাংবাদপত্র মাধ্যম প্রতিবাদ। আমি মনে করি মিটিং, মিছিল, হরতাল করে প্রতিবাদ জানানোটা এই আধুনিক যুগের জন্য যথেষ্ট বেমানান প্রতিক্রিয়া। তবে সেটার অনেকটা নির্ভর করে দেশের জনগণের সুশিক্ষার ধারণ ক্ষমতার উপর। এ দেশের সাধারণ সচেতন মানুষরা, শব্দদূষণ, বায়ু দূষণ, পরিবেশ দূষণ এর জন্য রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে তিনদিনের লাগাতার হরতাল ডাকতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি বলেই সাপ্তাহিক যায়যায় দিনে প্রকাশিত একজন অরাত্রিকা রোজিকে বিজ্ঞাপনের গন্তব্য কোথায় শীরোনামের সময়োপযোগী প্রতিবাদলিপির জন্য অনিন্দ্য এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। শিল্পের নান্দনিকতাকে যারা উপলব্দি করেন এবং শিল্প নিয়ে কাজ করেন তারা কখনও শিল্পের সাথে আপোষ করেন না। শিল্প এবং ব্যবসা এক বস্তু নয় কিন্তু তাই বলে শৈল্পিক মেধাকে যে ব্যবসায় ব্যবহার করা যাবে না এমনও কথা নেই। কোন শিল্পকে ব্যবহার করার আগে তার শিল্প আইন মেনে চলা উচিত। বাংলাদেশে মিডিয়ার বাজার এখন রমরমা, বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ারই জয় জয়কার আমাদের দেশে। বিটিভি, এটিএন, চ্যানেল আই, এনটিভি শুধু নয় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া থেমে নেই। ডিস ক্যাবল মালিকরা এখন প্রতিটি শহরে মিনি চ্যানেল খুলে বসেছেন। এগুলোতে প্রচারিত হচ্ছে শতশত বিজ্ঞাপন। আর এজন্য রাতারাতি গজিয়ে উঠা স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো নামে মাত্র ফি নিয়ে প্রচার করছে "যাচ্ছে- তাই মার্কা" অসংখ্য বিজ্ঞাপন। সাধারণ কিছু মানুষ নিত্যন্ত ব্যাবসায়িক স্বার্থে এসব নিম্নমানের বিজ্ঞাপন প্রচার করছে যে শুধু তাই নয় তার পাশাপাশি বড় বড় অনেক কোম্পানীও আজকাল এসব স্থানীয় ডিস স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বিষয়টাতে কোন রাখ-ঢাক নেই। প্রশাসনের নাকের ডগায় বসে এসব চ্যানেলগুলো কিভাবে রাজস্ব আয় ফাঁকি দিয়ে প্রতিদিন শত শত বিজ্ঞাপন প্রচার করছে তা এদেশের সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। আমার প্রশ্ন হল স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে তার বৈধতা কতটুকু? দেশের মাল্টি প্রতিষ্ঠানগুলো ঐসব চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার করছে কিভাবে?

দ্রুত পরিবর্তনশীল আধুনকিতার চেয়েও দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আমাদের মিডিয়া এবং এডভার্টাইজ এর ডিজাইন কনসেপ্টগুলো। ডিজাইন বিষয়ে আমাদের সম্যক জ্ঞান না থাকা সত্বেও কম্পিউটারের সহজলভ্যতা ও মাল্টিমিডিয়া রি-এ্যাকটিভ সফটওয়্যারের বদৌলে আমরা রাতারাতি বড়মাপের শিল্পী হয়ে যাচ্ছি কেউ কেউ। চ্যানেলগুলোতে কমমূল্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করার সুবিধা থাকায় অমুক এ্যাড ফার্ম, তমুক এ্যাড ফার্মে এখন রাজধানী শহর সয়লাব। আর তারা তৈরী করছেও সেরকম হাবু ভাই মার্কা বিজ্ঞাপন। সস্তার যদি তিন অবস্থা থাকে তা হলেত এসব বিজ্ঞাপনের মান এরকম হবেই।

তবে এখন আমাদের দেশে প্রচুর ছেলে-মেয়েরা ডিজাইন এবং ফাইন আর্ট নিয়ে পড়াশুনা করছে। তারা নির্মাণ করছে অনেক মনকাড়া বস্তুনিষ্ঠ, মিডিয়া এ্যাড। ধন্যবাদ তাদের। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন কিছু কিছু বিজ্ঞাপন দেখে আমরা দ্বিধায় পড়ে যাই, এটি কি আমাদের দেশের, শিক্ষার, সংস্কৃতির সহায়ক নাকি অন্যকিছু? কিছু বিদেশী ধাচের বিজ্ঞাপন আমাদের ঐতিহ্যকে খুব খাটো করে ফেলে। আমরা অবাক চোখে দেখি বিপন্ন ডিজাইন কনসেপ্ট কিভাবে বিপন্ন করছে আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতকে। ইদানিং চ্যানেলে একটি কোমল পানীয়র এ্যাডে বুলফাইটের একটি দৃশ্য দেখানো হয়। উদ্যমতা বুঝাতে তারা ওয়েস্টার্ণ স্টাইলের দৃশ্যসহ বুলফাইট দেখান। এই বিজ্ঞাপনের দৃশ্যপট আমাদের দেশের জন্য কতটুকু উপযোগী? এই উদ্যমতার থিম কি আদৌ আমাদের দেশের জনগণ বুঝতে পারেন, নাকি এ বিজাতীয় বিজ্ঞাপনটি শুধু বিজ্ঞাপনের জন্য দেখানো হয়? একরমওতো হতে পারতো উদ্যমতা বুঝাতে আমাদের দেশের সোনার ছেলেদের একটি প্রিয় মুখকে ক্রিকেটের ছক্কা পেটানোর দৃশ্যের স্লো-মোশান ছবিকে হাইলাইট করে,পানীয় ব্যবহারের ফলাফলকে দেখানো যেত। এরকম দৃশ্যকে কেন খাঁটো করে দেখলেন বিজ্ঞাপন নির্মাতা সেটা আমরা ঠিক বুঝতে পারিনা। উদ্যমতা বুঝাতে আমাদের দেশের অন্য স্বনামধন্য একটি প্রতিষ্ঠান জুসের এ্যাডে দেখান একটি জুস পান করলে কিভাবে ঘন্টায় ৮০/৯০ মাইল বেগে চলা একটি বাসকে ধরে ফেলা যায়। কি আচানক থিম তাদের!

বিজ্ঞাপন শুধুই যদি হয় বিজ্ঞাপন তা হলে দর্শকরা সবসময় চাইবেন, বিজ্ঞাপন সময় এড়িয়ে চলতে। সবুজ পটভূমিতে লাল সূর্যের খঁচিত পতাকার দেশের মানুষ আমরা। সর্বনাশা দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের। বুলফাইট আর নাইটক্লাবের ক্র্যাজি ড্যান্স আমাদেরকে এখন আর খুব একটা আকৃষ্ট করে না, আকৃষ্ট করে এস.এম.সি ওর স্যালাইনের মত সাধারণ বিজ্ঞাপনে, ভাগ্যিস ওর স্যালাইন আছিল।

আমাদের দেশে প্রচারিত অধিকাংশ বিজ্ঞাপনই বিদেশী বিজ্ঞাপনের অনুকরণ করে তৈরী করা অথবা দেখা যায় কেউ হুবুহ বিজ্ঞাপনটি প্রচার করছেন বাংলায় ডাবিং করে। কেন এমনটি হচ্ছে আমাদের দেশে কি সুযোগ্য বিজ্ঞাপন নির্মাতার অভাব পড়ে গেছে নাকি কনসেপ্টের অভাব? এরকম দূর্ভাগা দেশের মানুষ আমরা বেদের মেয়ে জোৎস্না হয় আমাদের দেশের সবচেয়ে হিট ছবি, পদ্মানদীর মাঝি হয়ে যায় আর্টফিল্ম। কী